সংবাদ

তারিখ ... 1 JUN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চূড়ান্ত তালিকা পেশ এমপিওভুক্ত ১৪৮৩

৫ মাস থেকে দু'মাসের বেতন ভাতার সুপারিশ করেছেন উপদেষ্টা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (জনসংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্যতা) এবং নিজের প্রণীত নীতিমালা লংঘন করে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদ শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে রিভিউ (পর্যালোচনা) শেষে এমপিওভুক্তির চূড়ান্ত তালিকা প্রদান করেছেন। নতুন তালিকা অনুযায়ী এমপিওভুক্ত মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ হাজার ৪৮৩টি। নীতিমালা লংঘন করে নতুন তালিকায় প্রভাবশালীদের ডিও লেটারকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্যতা বাতিল করে এই তালিকা প্রকাশ করতে শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন শিক্ষা উপদেষ্টা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

রিভিউ তালিকা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত কার্যকর হবে ১ মে থেকে। অথচ নীতিমালায় শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, এমপিওভুক্তি কার্যকর হবে গত ১ জানুয়ারি থেকে। ফলে এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী ১ হাজার ৪৮৩টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা পাঁচ মাসের বেতন প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবেন। উপদেষ্টা শুধু দু'মাসের বেতন-ভাতা প্রদানের সুপারিশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রীকে। নতুন তালিকা যে কোন সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, আগের তালিকা থেকে ৪০ থেকে ৫০ প্রতিষ্ঠান বাদ পড়ে থাকতে পারে।

রিভিউ তালিকার ১ হাজার ৪৮৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৮টি (আগের তালিকায়ও ১৮টি) ডিগ্রি কলেজ, ১২৯টি (আগের তালিকায় ১৫১) ভোকেশনাল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২৪০টি (আগের তালিকায় ১৬৩) দাখিল মাদ্রাসা, ৩০টি (আগের তালিকায় ২৭) পেশ : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৬

পেশ : এমপিওভুক্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আলিম মাদ্রাসা, ৮টি (আগের তালিকায় ৬) ফাজিল মাদ্রাসা। ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ৭৮টি (আগের তালিকায় ৫০), টেকনিক্যাল (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট) কলেজ ১৩৯টি (আগের তালিকায় ১৬১), ৫০১টি (আগের তালিকায় ২২৮) জুনিয়র স্কুল, ১৫টি (আগের তালিকায় ১৪) স্কুল এন্ড কলেজ, ৩২৫টি (আগের তালিকায় ২০৪) সেকেন্ডারি স্কুল এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষা উপদেষ্টা সাংবাদিকদের বলেন, নীতিমালা মেনেই পর্যালোচনা করে নতুন তালিকা দেয়া হয়েছে তবে এমপিও নীতিমালার জনসংখ্যাভিত্তিক প্রাপ্যতা অনুসরণ করার কারণেই এমপিও দেয়ার ক্ষেত্রে বিতর্ক উঠেছে বলে উপদেষ্টা স্বীকার করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেয়ার সময়ই জনসংখ্যার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়। এমপিও দেয়ার ক্ষেত্রে ফের এ বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া অযৌক্তিক। এটা তাদের ভুল নয়। দীর্ঘ দিন থেকেই বিষয়টি চলে আসছে। নীতিমালা থেকে এ বিষয়টি বাদ দেয়ার সুপারিশ করেছি। আমরা যে তালিকা করেছি তাতে দেশের প্রত্যেকটি জেলাকে সমভাবে বিবেচনায় এনেছি।

গত ৭ মে প্রকাশিত হয় বহুল প্রতীক্ষিত নতুন এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা। তালিকা প্রকাশের প্রভাবশালী নেতারা অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, এমপিদের তদবির করা কোন প্রতিষ্ঠান এমপিও পায়নি। বিএনপি-জামায়াত নেতাদের গড় প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়া হয়েছে। এমনকি এমপিও প্রদানে নীতিমালা মানা হয়নি বলেও অভিযোগ তোলা হয়। পরে ১০ মে মন্ত্রিপরিষদের সভায়ও প্রধানমন্ত্রী এমপিও তালিকা যাচাই-বাছাই করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী ও উপদেষ্টা আলাউদ্দিন আহমেদকে দায়িত্ব দেন। প্রথমে শিক্ষামন্ত্রী তালিকা পর্যালোচনার কাজ শুরু করেন। এক পর্যায়ে ১৬ মে শিক্ষামন্ত্রী পুরো দায়িত্ব উপদেষ্টা আলাউদ্দিন আহমেদের হাতে তুলে দেন। শিক্ষামন্ত্রী ১৭ মে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টাকে ৭ দিনের মধ্যে এমপিওভুক্তির বিষয়ে চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়ন করে তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানান। চলতি অর্থবছরে এমপিওভুক্তির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল।